ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ১৩৫-১৫০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4209

আব্বাসীয় আমলের শুরতা দপ্তর (৭৫০-১০৫৫): সুশাসনের অনুষঙ্গ

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, সরকারি শামসুর রহমান কলেজ, শরীয়তপুর।

Abstract: The Shurta is an important office or institution in the history of Islamic civilization. Its institutional journey began during the reign of the third Caliph of the Rashidun Caliphate, Hazrat Uthman (RA) (644-656). Then it was organized during the Umayyad and Abbasid periods. This office began its journey with renewed vigor during the reign of Caliph Abu Ja'far al-Mansur. Sahib-al-Shurta was the head of this institution. Under his leadership, the members of this institution were assigned responsibilities and duties in each city of the capital and the provinces. They made an unprecedented contribution to preventing crime and maintaining social order in the state. They acquired judicial powers to punish proven criminals such as thieves and robbers. Although some Sahib-al-Shurta was involved in irregularities and corruption in collusion with some officials of the administration during the Buyid regime, they still succeeded in maintaining overall law and order and good governance. In 1055 AD, this institution was transformed into the Seljuk Shehneh institution. This article is an evaluation of the system of Shurta.

Key Words: Abbasid Period, Shurta Office, Sahib-al-Shurta, Muhtasib

ভূমিকা: শুরতা প্রতিষ্ঠান মুসলিম সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। অপরাধী ও দুর্নীতিগ্রস্থ লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সরকারের অনুশাসন বাস্তবায়ন করা এবং দেশে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাক-ইসলামি যুগ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) (৫৭০-৬৩২)-এর সময়কাল পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে খোলাফায়ে রাশেদুনের (৬৩২-৬৬১) খলিফা হযরত উসমান ও আলী (রা.) এবং উমাইয়া (৬৬১-৭৫০) ও আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫৮) সংগঠিত হয়েছিল। আব্বাসীয় আমলে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল দীওয়ান আল শুরতা বা পুলিশ বিভাগ। কেন্দ্র ও প্রদেশে উভয় স্থানেই এই প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ সাধিত হয়েছিল। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫) সময় থেকে শুরু করে বুয়াইয়া আমল (৯৪৫-১০৫৫) পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান সুশাসনের অনুষঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাহিব আল শুরতা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান।[১] যাকে Proctorial body of States বলা যেতে পারে। তিনি অপরাধ দমন ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বিচারিক ক্ষমতাও অর্জন করেছিলেন। এই ক্ষমতাবলে তিনি অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে পারতেন। এই আমলে শুরতা প্রধান,

মাঝেমাঝে আসামিদের মুক্তির ব্যাপারে সরকারের কাছে অনুশোচনার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানাতেন। আব্বাসীয় আমলের প্রথমদিকে শুরতা প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সরকারের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন বলে তারা দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে তাদের অনেকে সহিংস গোষ্ঠীগুলোর সাথে, বিশেষ করে ডাকাতদের সাথে সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে সেলজুকদের (১০৫৫-১১৯৪) আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি *শেহনেহ* প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত হয়।[২]

বর্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণে বিভিন্ন দ্বৈতয়িক উৎস যেমন- সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণাকর্ম, জার্নাল, সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট প্রভৃতি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে বিষয়বস্তুর পুরানো তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন- (ক) উক্ত আমলে শুরতা দপ্তরের দায়িত্ব ও নিয়োগ প্রক্রিয়া কেমন ছিল? (খ) সাহিব-আল শুরতাগণ বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হারিয়েছিলেন কি-না? (গ) তাদের দায়িত্ব পালনের সময় অপরাধীদের বিশেষ করে চোর-ডাকাতদের আনাগোনা কেমন ছিল? (ঘ) ক্ষেত্রবিশেষে তারা অপরাধীদের অনুশোচনার সুযোগ দিয়েছিলেন কি-না? আলোচ্য বিষয়ের উপর এই পর্যন্ত অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন- Haitham Shirkosh-এর ‘‘Reviewing the Final Function of the Disciplinary Institution of Shurta (Police) during Shiite Buyids Government Domonance on Baghdad” শীর্ষক প্রবন্ধে বুয়াইয়া আমলে বাগদাদে শুরতা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রথম আব্বাসীয় আমলের শুরতা দপ্তরের ব্যাপারে আলোচনা নেই। ইবনে খালদুনের *মোকাদ্দিমায়* শুরতা (রক্ষী) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। Shimizu Kazuhiro এর “Violence in Baghdad during the later Abbasid Period” নামক প্রবন্ধে পরবর্তী আব্বাসীয় সময়কালে বাগদাদে বিখ্যাত ডাকাত ইবনে হামদীসহ বিভিন্ন সহিংসগোষ্ঠীর সাথে সহিংসতা মোকাবেলায় সরকারের সাথে শুরতা প্রতিষ্ঠানের যুগপৎ ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। তাতেও প্রথম আব্বাসীয় আমলের শুরতা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তেমন আলোচনা নেই। মুহম্মদ আলী আসগর খান রচিত *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* শীর্ষক গ্রন্থে আব্বাসীয়দের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় শুরতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের ইতিহাসের অনেক গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিশদ কোনো আলোচনা নেই। এই সব সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে গবেষণা প্রশ্ন ও বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্রের আলোকে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

শুরতা দপ্তর পরিচিতি: শুরতা (Shurta) শব্দটি আরবি। এটি sh-r-t থেকে উদ্ভূত যা মধ্যযুগের ইসলামি সরকারের সাথে সম্পর্কিত একটি পদ।[৩] এটি সর্বদা একবচনে ব্যবহৃত হয়। উৎপত্তির দিক বিবেচনায় শুরতা প্রধানের কাজ ছিল আইন-কানুন

বাস্তবায়ন করা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, খোলাফায়ে রাশেদুন, উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমলে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে তারা আইন প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করতেন বলে তাদের শুরতা বা রক্ষী বলা হতো।[৪] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Police, এটি গ্রিক শব্দ 'polis' থেকে উদ্ভূত যার শাব্দিক অর্থ নগর।[৫] বিশ্বের নানা দেশে তাদের নানা নামে ডাকা হয়ে থাকে। যেমন- আফ্রিকার তিউনিসে বর্তমানে এই পদের প্রধানকে হাকিম, স্পেনের আন্দালুসে সাহেবে মদিনা বা নগরপাল এবং মামলুক ও উসমানীয় সাম্রাজ্যে ওয়ালি বলা হয়।[৬] আব্বাসীয় যুগে শুরতা প্রতিষ্ঠান ৪টি শাখায় বিভক্ত ছিল। সেগুলো হলো- (ক) শুরতা: সাধারণ পুলিশ বাহিনী। এর প্রধানকে বলা হতো সাহিব আল শুরতা। (খ) মা'উনা: সামরিক পুলিশ বাহিনী। এর প্রধানকে বলা হতো সাহিব আল মা'উনা বা সাহিব আল বালাদ। (গ) হারাস: দেহরক্ষী বা প্রহরী পুলিশ বাহিনী। এর প্রধানকে বলা হতো সাহিব আল-হারাস ও (ঘ) আহদাস: বিশেষ পুলিশ বাহিনী। এর প্রধানকে বলা হতো সাহিব আল আহদাস।[৭] তাদের দফতরসমূহ সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় দিওয়ান আল শুরতার আওতাধীন একজন সাহিব আল শুরতার অধীনে ন্যস্ত থাকতো। মূলত তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগের সর্বময় কর্তা ও রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে তাদের অনেকে পরবর্তীকালে উজিরের পদও লাভ করেছিলেন।[৮] এই যুগে বাজার ব্যবস্থা তদারকি, গণ-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে বর্তমানকালের ভ্রাম্যমান আদালতের ন্যায় আরেকটি বিভাগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেটা হলো খলিফা আল-মাহদী কর্তৃক সৃষ্ট আল-হিসবাহ বিভাগ বা সহযোগী পুলিশ বিভাগ। যার প্রধানকে মুহতাসিব (স্পেনীয় ভাষায় আল-মোতাসিন) বলা হতো।

শুরতা দপ্তরের উদ্ভব ও বিকাশ: ইসলামি খিলাফতের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে শহরের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পৌর পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমানরা সাসানীয় ও রোমানদের পদক্ষেপ অনুসরণ করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। মূলত বাইজান্টাইনের অধীনস্ত প্রদেশ মিসর ও সিরিয়ার মাধ্যমে শুরতা ব্যবস্থা ইসলামি সাম্রাজ্যের সাথে সংযোজিত হয়েছিল।[৯] আব্বাসীয় খলিফাগণ বিজিত রাজ্যে স্থানীয় আইন, প্রথা ও রীতিকে বহাল রাখায় বাইজান্টাইন বা পারস্য আইন চলে আসে। আর এই বহুজাতিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীতে খোরাসানি এবং তুর্কি বাহিনীর অন্তর্ভুক্তি ও নানা বৈচিত্র্যে লক্ষ করা যায়। এ কথা সত্য যে, প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে একক কোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো না থাকায় রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়মিত কোনো শুরতা বাহিনী ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জনগণ পুলিশের ভূমিকা পালন করতো। সে সময় সামরিক যুদ্ধ বাঁধলে জনগণ কর্তৃক সৈন্যবাহিনী গঠন করার প্রথা চালু ছিল। মক্কা নগরীতে বানু হাশিম, বানু উমাইয়া ও বানু মাখযুম প্রভৃতি গোত্রের নেতারা তাদের বংশধরদেরকে রক্ষার জন্য নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতেন। কোনো গোত্রের সদস্যকে অন্য গোত্রের কেউ হত্যা করলে গোত্রপতি মৃত ব্যক্তির বংশধরদের রক্তমূল্য বা আল-দিয়াত পরিশোধের মাধ্যমে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসা করতেন।[১০] এক

অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নগরায়ণ গড়ে তোলার সময় বা ব্যবসায়-বাণিজ্য করার সময় পথিমধ্যে ছিনতাইকারী ও ডাকাতদের কবল থেকে রক্ষার জন্য গোত্রভিত্তিক নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি সর্বত্র বিরাজমান ছিল। সেই সময় মক্কায় ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশিদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে গোত্রভিত্তিক সমঝোতামূলক চুক্তি বা আহলাফ চুক্তি বলবৎ ছিল, যেমন- ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত লাভের পর ইয়াসির বিন আমীর যখন বসতি নির্মাণের জন্য মক্কায় গমন করেন তখন তিনি নিজের সুরক্ষার জন্য আবু হুযায়ফা আল মাখযুমীর সাথে তাহালুফ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় হিযরত করে আসার পর তার নিরাপত্তায় সাহাবি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস অস্ত্র হাতে তাকে সুরক্ষা দেন। তখন আনসারি সাহাবিরাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিরাপত্তায় এগিয়ে এসেছিলেন।[১১] নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপ লাভ করেছিল যখন মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধে সাদ বিন উবাদা, উসাইদ বিন হুদাইর ও সাদ বিন মুয়াজকে, ওহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে ৫০ জন সাহাবিকে, খায়বারের যুদ্ধে ইবাদ বিন বকর, মুহাম্মদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবু আইয়ূব আনসারিকে এবং খন্দকের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরকে নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[১২] মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রে নিয়মিত কোনো পুলিশ বাহিনী গড়ে না উঠায় এই ব্যবস্থাটি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। তখন স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক সাহাবি পুলিশের দায়িত্ব পালন করতেন। এদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে দুর্বল ছিলেন তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভরণ-পোষণের জন্য প্রচলিত মুদ্রায় বেতন দেওয়া হত। তারা প্রায়শ মদিনার উপকণ্ঠে টহল দিতেন। এই অনিয়মিত টহল বিভাগে তিন থেকে পঞ্চাশ জন পর্যন্ত সদস্য অংশগ্রহণ করতে পারতেন। তাদেরকে 'হিরাসুল রাসুল' বলা হতো।[১৩] এর প্রধানকে বলা হতো সাহিব আল আহদাস। তখন এই বিভাগের প্রধান ছিলেন কায়েস ইবনে সায়াদ। উক্ত সময়কালে বাহরাইনে পুলিশের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আবু হুরাইরা।[১৪]

খোলাফায়ে রাশেদুনের শাসনামলে হযরত আবু বকর (রা.) মদিনার প্রবেশমুখে পাহারা এবং মদিনার রাস্তায় রাত্রিকালীন টহলের ব্যবস্থা করেন। হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম রাত্রিকালীন পাহারাদার নিজামুল আসাস (নৈশ প্রহরী) এবং হিরাসাতু ত্বরিক (ট্রাফিক পুলিশ) বিভাগ খোলেন। এ ছাড়া তিনি আগের চেয়ে আরও সংগঠিতরূপে 'দিওয়ানুল আহদাস' নামক বিভাগ সৃষ্টি করেন। এই বিভাগের প্রধানকে সাহিব আল আহদাস বলা হতো। এই বিভাগের কাজ ছিল রাজ্যের বিভিন্ন অপরাধ তথা চুরি-ডাকাতি, হত্যা, জুলুম নিবারণ করা, ওজন ব্যবস্থার পরীক্ষা করা ও মদ বিক্রয় বন্ধ করা।[১৫] হযরত ওমর (রা.) অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য মক্কা শহরের সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাড়িতে সর্বপ্রথম শাস্তির প্রতিষ্ঠান বা কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬] খলিফা বাড়িটি এতদুদ্দেশ্যে ক্রয় করেছিলেন বলে জানা যায়। তারপর হযরত উসমান (রা.) পথিকের নিরাপত্তার জন্য সর্বত্র নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা পাহারার ব্যবস্থা করেন।[১৭] তিনি রাজস্ব

প্রশাসন থেকে বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ পৃথক করেন। তার সময়ে শুরতা বাহিনী পুনর্গঠিত ও সুসংগঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[১৮] এরপর হযরত আলী (রা.)-এর সময় এর কার্যপরিধির আরও বৃদ্ধি ঘটে। তিনি প্রথম খলিফার দেহরক্ষী (হাযিব) ও সাহিব আল শুরতা পদ প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর প্রতি অনুগত ও আহলে বাইতকে সমর্থনকারী চল্লিশ হাজার লোকের সমন্বয়ে শুরতা আল-খামিস প্রতিষ্ঠা করেন যার প্রধান ছিলেন কায়েস ইবনে সাদ।[১৯] তিনি এই পুলিশ বাহিনীর পূর্ণতা দেন। তিনি নিরাপত্তা কর্মীদের দিন ও রাতের শিফটে দায়িত্ব বণ্টন করে দেন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি গোলযোগপূর্ণ অঞ্চলে ৬০০০ পুলিশ নিয়োগ দেন এবং সেখানে পুলিশকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেন। তিনি প্রথম কারা প্রশাসন বিধি জারি করেন। কারাবন্দিদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খাবার, চিকিৎসা ও পোশাক বরাদ্দ দেন।

খোলাফায়ে রাশেদুনের পুলিশিং ব্যবস্থার এই ধারা উমাইয়া আমলে আরও বেগবান হয়। খলিফা মুয়াবিয়া (রা.) প্রচলিত পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি সর্বপ্রথম সুসংগঠিত হারাস বা দেহরক্ষী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ও এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। খোলাফায়ে রাশেদুনের শেষ তিন খলিফা আততায়ীর হাতে শহিদ হওয়ায় মুয়াবিয়া তাঁর নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর সময় গভর্নর যিয়াদ ইবনে আবীহ (৬৬৫-৬৭৩)-এর তত্ত্বাবধানে বসরা ও কুফার পুলিশের দায়িত্ব সমভাবে বন্টিত হয়। তিনি প্রায়শ বলতেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত কঠোর মনোভাব, চৌকস, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুচরিত্রবান ও অভিযোগমুক্ত হওয়া। তিনি আরও বলতেন, কারো বাসায় চুরি হলে শুধু তিনিই দায়ী থাকবেন। যিয়াদ রাস্তাঘাটে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য জাদ বিন কায়েসকে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[২০] এই আমলে কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রধানকে সাহিব আল শুরতা আর প্রদেশের পুলিশ প্রধানকে সাহিব আল আহদাস বলা হতো। তিনি ছিলেন প্রদেশের পঞ্চম ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। হযরত মুয়াবিয়ার সময় কোনো কোনো প্রদেশের গভর্নর ও সাহিব আল শুরতা একই ব্যক্তি ছিলেন, যেমন- ১১০ হিজরিতে খালিদ বিন আব্দুল্লাহ একই সঙ্গে বসরার গভর্নর ও সাহিব আল শুরতা ছিলেন। আব্দুল মালিকের সময় ইরাকের গভর্নর ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুফা ও বসরার নিরাপত্তা স্থাপন করার নিমিত্তে আব্দুর রহমান ইবনে ওবায়েদ আল তামিমীকে সেখানে সাহিব আল শুরতা নিযুক্ত করেছিলেন। খলিফা মুয়াবিয়া সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা স্থাপনকারীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দামেস্কের প্রশাসনিক ভবন আদ দারুল খাজরা প্রাসাদের একাংশে কারাগার স্থাপন করেন এবং তাতে দোষীদের বন্দি করার ব্যবস্থা করেন। তারপর পঞ্চম ধার্মিক খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ বন্দিকৃত আসামিদের নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

আব্বাসীয় যুগে সাম্রাজ্যের বিশালতার কারণে পুলিশিং ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়।[২১] এই যুগে শুরতা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা অত্যন্ত বেগবান হয়। খলিফা আবু জাফর আল মানুসর সাম্রাজ্যে শুরতা বাহিনীর কাজ ও অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

> আমি আমার দরজায় চারজন পাহারাদার রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। তবে আমি চার শ্রেণির মানুষ থেকে কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারি না। কেননা তারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তারা হলেন- কাজী; বিচারক বা বর্তমানকালের বিচার বিভাগীয় প্রধান, সাহিব আল শুরতা; পুলিশ প্রধান বা বর্তমানকালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সাহিব আল খারাজ; প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বা বর্তমানকালের অর্থমন্ত্রী ও সাহিব আল খবর; সাংবাদিক, তথ্য সরবরাহকারী বা আধুনিককালের তথ্যমন্ত্রী।[২২]

আব্বাসীয় খলিফাগণ শুরতা দপ্তরের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সাধন করেন। তারাই প্রথম শুরতা বাহিনীর আত্মরক্ষা, অস্ত্র পরিচালনা ও ঘোড়া চালানোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেন এবং পুলিশের জন্য কালো পোশাক 'আবায়া' নির্ধারণ করেন। তারা শুরতা বাহিনীর সমমর্যাদার ভিত্তিতে একাধিক পদ সৃষ্টি করেন, যেমন- (ক) রায়িসুশ শুরতা; প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, (খ) নায়িবুশ শুরতা; শুরতা বাহিনীর উপ-প্রধান, (গ) আসহাবুল আরবা; বাগদাদ নগরের চারটি প্রবেশপথের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (ঘ) কাতিবুশ শুরতা; প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী, (ঙ) সাহিবুল সিজন; কারা কর্মকর্তা, (চ) আশ-শুরতা; সাধারণ পুলিশ সদস্য ও (ছ) আত-তাওয়াবুন; অনুশোচনাকারী ও সাহিব আল শুরতার কাছে সংবাদ সরবরাহকারী।[২৩] ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের গভর্নর মুসা বিন উলাই যখন মসজিদের দিকে পায়ে হেঁটে গমন করেন, তখন সাহিব আল শুরতা আবুল সাহাবা বল্লম বা বর্শা হাতে নিয়ে গভর্নরের সাথে গমন করেন। খলিফা আল ওয়াসিকের (৮৪২-৮৪৭) রাজত্বকালে সামাররার নিয়ন্ত্রণ ছিল সাহিব আল মা'উনার অধীনে। ইসহাক বিন ইব্রাহীম এই সময় বাগদাদের পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। কোনো কোনো সময় প্রাদেশিক গভর্নর নিজেই সাহিব আল মা'উনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং তার অধীনে সাহিব আল শুরতাও নিযুক্ত থাকতো।[২৪] আল মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৮৬১) সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আমলে চালুকৃত বর্শার অগ্রভাগ প্যারেড গ্রাউন্ড শুরু হলে সাহিব আল শুরতা বর্শাটি তার নিজ হাত দিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যান। এই বল্লমটিকে পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। বাগদাদ ও এর আশেপাশে সমস্যা সৃষ্টি হলে তা মা'উনা পুলিশ বা কনস্টেবল মোকাবেলা করতো।[২৫] হিজরি ৩য় শতকের শেষের দিকে সাহিব আল শুরতার সমতূল্য পদ হিসেবে এর সৃষ্টি হয়েছিল।[২৬] তাবারিস্তান ও মিশরে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে এই বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল। অপরাধীদের অনুসন্ধান করে গ্রেফতার করে আইনের অধীনে আনার দায়িত্ব ছিল হারাস বাহিনীর উপর। তাছাড়া রাজকীয় অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং সীমান্তের ফাঁড়ি পাহারার কাজেও তাদের নিয়োজিত করা হতো। আবার খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবেও এই বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। উক্ত সময়কালে এই

বাহিনী ছিল কার্যত একমাত্র নিয়মিত সামরিক প্রতিষ্ঠান।[২৭] প্রথম আব্বাসীয় যুগে এই বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন খোরাসান থেকে আগত। তবে খলিফা আল মুতাসিম বিল্লাহ তাঁর দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবে তুর্কিদের আনয়ন করেছিলেন। তারা খুবই সাহসী ও শাসকের প্রতি অনুগত ছিল।[২৮] ৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুনুর রশিদের বাইয়াত অনুষ্ঠানে সাহিব আল হারাস আবুল আব্বাস তুসী উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকতো আহদাস বাহিনী। এর সদস্যরা রাজস্ব আদায়ে সহায়তা, হজ্জ্ব মওসুমে মক্কার রাজপথে নিরাপত্তা বিধান এবং হজ্জ্ব যাত্রীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করতো। খলিফা আল মাহদী বসরার গভর্নর আমর বিন হামযাকে খারাজ আদায়ে সাহায্য করার জন্য একটি অতিরিক্ত আহদাস বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বাগদাদ থেকে মক্কা পর্যন্ত রাজপথের পার্শ্বে হজ্জ্বযাত্রী, পথিক, ডাক বিভাগের কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শুরতা স্টেশন স্থাপন করেন। অন্যান্য খলিফারাও এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে হজ্জ্ব অনুষ্ঠানের সময় মক্কার রাজপথে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও হজ্জ্ব যাত্রীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের জন্য জাফর বিন দিনারের অধীনে আহদাস সৈন্যদল মোতায়েন করা হয়। তারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বাগদাদ হতে খোরাসান হয়ে চীন সীমান্ত পর্যন্ত বিখ্যাত খোরাসাম রাজপথ, বাগদাদ হতে শীরায, বাগদাদ হতে সিরিয়া প্রভৃতি রাজপথে সার্বক্ষণিক পুলিশ নিয়োজিত রেখেছিলেন। এই যুগে টাকশাল, তাঁত ও দাস মার্কেটেও পুলিশের খবরদারি ছিল।[২৯] আল আমিন ও আল মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে বাগদাদ নগরীতে দুর্বৃত্ত কর্তৃক হত্যা ও লুন্ঠনের ঘটনা বৃদ্ধি পেলে পুলিশ প্রধান বিশেষভাবে এ অবস্থার মোকাবেলা করেন। খলিফা হওয়ার পর আল মামুন আব্দুল্লাহ ইবনে তাহের বিন হুসাইনকে বাগদাদ পূর্ববর্তী খোরাসান প্রদেশের গভর্নরের পাশাপাশি সাহিব আল শুরতা হিসেবে নিয়োগ করেন।[৩০] এই আমলে খলিফাগণ নদীপথের নিরাপত্তা রক্ষায় নৌ-পুলিশের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেন, নৌ-পথে ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার জন্য নৌ-পথের উভয় পার্শ্বে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করেন।[৩১] মুহতাসিব নগর ভবন ও হাট বাজারের তদারকি, ওজন পরীক্ষা, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি পরিদর্শন করতেন। তারা নগরবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে যাতে দুর্নীতি প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতেন।[৩২] তারা সমাজের অবৈধ ও আপত্তিকর কার্যকলাপ যেমন-বৈধভাবে ঋণ শোধের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রকাশ্যে মদ বিক্রি ও জুয়া খেলা বন্ধ রাখা, নারী পুরুষ উভয়কে যথাযথ নৈতিকতা ও ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলার ব্যাপারে সজাগ করে তোলা, পুরুষদের মাথার চুল কলপ করে ধুসর দাড়িগোঁফ কালো করে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রতিহত করা ও প্রয়োজনে তাদের রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিধবা ও অবিবাহিত নারীদের প্রতি ইভটিজিং বন্ধ করা প্রভৃতি কাজে তদারকি করতেন। এককথায় তিনি গণনৈতিকতা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।[৩৩]

বুয়াইরা শাসকগণ আব্বাসীয় খলিফাদের সামরিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেছিল। তাদের সময় শুরতার কাজের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। তখন বাগদাদ শহরকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক অংশে শুরতা সদস্যরা তাদের স্বীয় দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তারা শাসনকর্তাকে আইন-শৃঙ্খলার নানা বিষয় অবহিত করতেন। এই সময় শ্যাবগার্ড (অ্যাসাস বা তাইফ) নামে এক ধরনের শুরতা ছিলেন যারা রাতের বেলায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতেন এবং মাতাল মানুষ ও অপরাধীদের গ্রেফতার করতেন এবং সরাইখানার নিরাপত্তা বজায় রাখতেন।[৩৪] মুইজ উদ-দৌলার সময় সাহিব আল শুরতা ছিলেন আবু আল হাসান আরজা আজি। তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ডাকাতদের শাস্তি প্রদানের জন্য খলিফার অনুমতি পেয়েছিলেন। বাগদাদে আজদ উদ-দৌলার (৯৬৭-৯৮৩) আগমনে ডাকাতদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যখন তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন শহরের রাস্তাঘাট অনিরাপদ ছিল এবং দস্যুরা সর্বত্র বিরাজমান ছিল। তারা লোকদের সম্পত্তি চুরি করেছিল। এ জন্য তিনি অসংখ্য ডাকাতকে হত্যা করেন এবং ৮০০০ ডাকাতকে কারাগারে প্রেরণ করেন। এতে জন-জীবন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে দস্যুদের একটি দল বাগদাদের একটি সরকারি প্রাসাদে ডাকাতির ঘটনা ঘটালে প্রশাসনিকভাবে রাজপ্রাসাদে ২৪ ঘন্টার নিরাপত্তা রক্ষী নিযুক্ত করা হয়। এই বছর খলিফার নির্দেশে অজ্ঞাত কারণে সাহিব আল মাউনা আবু মোহাম্মদ নাসায়ীর অধীনে অসংখ্য আরিয়ান সদস্যকে তার সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে শুরতা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ডাকাতদের এ পদে সংস্থাপনের ফলে নাসায়ীর সফলতা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে হানাবেলা ও আশাইয়ারাদের মাঝে নতুন করে এক ধর্মীয় সংঘাত শুরু হয়েছিল। খলিফা আল কাইম এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। সাহিব আল শুরতাও এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হন। বাগদাদে তুঘরল বেগের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলতে থাকে।[৩৫] এই বছর বাগদাদে সেলজুকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ বা পুরোহিতগণ প্রধান বিচারপতি হিসেবে পরিচিত হতেন। তিনিই বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং শুরতা সদস্যদের নিয়োগ দিতেন। তাদের সময় শুরতা প্রতিষ্ঠান *শেহনেহ* (Shahneh) দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। এই আমলে এর বিশেষত্ব ছিল খলিফা যে কোনো নগরে বা অঞ্চলে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শেহনেহকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতেন।[৩৬] কার্যত তখন থেকে শেহনেহ দপ্তরকে আলাদাভাবে মুল্যায়ন করা হয়েছিল।

সাহিব আল শুরতা ও শুরতার নিয়োগ এবং মর্যাদা: আব্বাসীয় আমলে কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রধান স্বয়ং খলিফা আর প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান খলিফা কিংবা প্রাদেশিক আমীর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। বুয়াইয়া আমলে তাঁরা বুয়াইয়া আমীর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল এবং কোনো সাধারণ ব্যক্তি এই দায়িত্ব লাভ করতে পারতেন না।

কেন্দ্র ও প্রদেশের প্রতিটি শহরে ও নগরে নিরাপত্তার জন্য শুরতা নিয়োগ করা হতো।[৩৭] তাঁরা ছিলেন অর্ধ-সামরিক ও অর্ধ-বেসামরিক কর্মকর্তা। জরুরি প্রয়োজন হলে তারা রাষ্ট্রের বিদ্রোহ ও সহিংসতা দমনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তাদের রুটিন দায়িত্ব ছিল অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমন করা। আর সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব ছিল দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তাই শুরতার দায়িত্ব সামরিক বাহিনী থেকে অনেকটা ভিন্নতর ছিল। সাহিব আল শুরতার কার্যালয় বাগদাদে খলিফার প্রশাসনিক অঞ্চলের কাছে ছিল এবং তা অনেকটা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।[৩৮] তিনি উচ্চ বেতনভুক্ত ছিলেন। সাধারণ শুরতা সদস্যরাও সামরিক বাহিনীর সমান মর্যাদা পেত এবং তাদের বেতন ভাতা সাধারণত সামরিক বাহিনীর সিপাহীদের চাইতে বেশি হতো এবং এদের নিয়োগের ব্যাপারেও তুলনামূলক যাচাই বাছাই বেশি হতো।[৩৯] এই আমলে সাহিব আল শুরতা সামাজিকভাবে উচ্চ বা অভিজাত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন।[৪০] তাঁর পদমর্যাদা উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমলে ক্রমান্বয়ে শীর্ষে উঠেছিল। তিনি প্রকৃতপক্ষে গভর্নরের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করতেন। তাঁর এই পদমর্যাদা ছিল আধুনিককালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার দফতর ছিল আধুনিককালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমতুল্য। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁদের পরামর্শ খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হতো।[৪১] খলিফাগণ সাহিব আল শুরতাকে তাদের কৃতিত্বের প্রমাণস্বরূপ সম্মানজনক 'তাবারজিন' নামক একটি দীর্ঘ ছুঁড়ি *সোর্ড অব অনার* (সম্মানের তরবারি) হিসেবে প্রদান করতেন। তারা যখন বাইরে অভিযানে বের হতেন তখন আত্মরক্ষার জন্য তা তাদের কোমরে ঝুলিয়ে রাখতেন।[৪২] মুহতাসিবকে নৈতিক দুর্নীতি রোধে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি কখনো কাজীউল কুযাত আবার কখনো সাহিব আল শুরতা থেকে নিয়োগ লাভ করতেন। বর্তমানকালের পরিভাষায় তাকে মিউনিসিপ্যাল ইন্সপেক্টরও বলা যেতে পারে।[৪৩] তার কাজ ছিল বিচারক ও শুরতার (নাজিরুল মজলিশ) মধ্যবর্তী। কিন্তু পদমর্যাদায় তিনি উভয়ের চেয়ে নিম্নপদের ছিলেন।[৪৪] তিনি অভিজাত শ্রেণি এবং উচ্চ বেতনভুক্ত ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফারা ধর্মীয় ও আইনশাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ লোকদেরকে শুরতা প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে আগ্রহী ছিলেন। এই সময়কালে একজন পুলিশ সদস্যকে অবশ্যই খোদাভীরু, ন্যায়নিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধার্মিক, ধৈর্য্যশীল, সহনশীল, উৎকোচ গ্রহণে নিরুৎসাহী, আমানতদার, কর্তব্যপরায়ণ ও সদালাপী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এই সময় কোনো সাহিব আল শুরতা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে বা শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব বা সীমালঙ্ঘন করলে তার শাস্তির দৃষ্টান্তও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে খলিফা আল মুকতাদির বিল্লাহ বাগদাদের সাহিব আল শুরতা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুতকে তার দুর্ব্যবহার ও অন্যায়ের কারণে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।[৪৫] তবে এর ব্যতিক্রম চিত্রও দেখা যায়, যেমন- মুইজ উদ দৌলার সময় ঘুষ নিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সাহিব আল শুরতা নিয়োগ দেওয়া হতো। তিনি সাহিব আল শুরতা পদে নিয়োগ লাভকারীর কাছ থেকে প্রতিমাসে ২০,০০০ দিরহাম পর্যন্ত ঘুষ গ্রহণ করতেন। আবার এই পদে নিয়োগ লাভের জন্য

রাজনৈতিক সমর্থনও একটা বিশাল নিয়ামক ছিল।[৪৬] এই সময়কালে আরিয়ানদের নৈরাজ্য এবং শুরতা প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মাঝেমাঝে সেনাবাহিনী পালন করতেন, যেমন- বাহা উদ দৌলা (৯৮৯-১০১২) আমীর আল জুয়ুশের সেনাপতি আবু আলী ইবনে ওস্তাদ হুরমুজকে বাগদাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দেন।[৪৭] তিনি শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যকার ধর্মীয় সংঘাত পরিহারে ভূমিকা রাখেন। আবার মাঝে মাঝে হাযিবগণও দায়িত্ব পালন করেছেন, যেমন- আল কাহির ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর হাযিব আবু মোহাম্মদ নাসায়ীকে সাহিব আল মাওনা হিসেবে নিয়োগ দেন।

আব্বাসীয় আমলে শুরতা দপ্তরের অবদান: আব্বাসীয় খলিফাগণ শুরতার দাপ্তরিক নীতিমালার আধুনিকায়ন করেন, যুগের চাহিদা অনুসারে এর বিকাশ সাধন করেন এবং এটাকে সুশাসনের অনুষঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলেন। এই যুগে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও খলিফাদের আনুকূল্য পেয়ে শুরতা প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যেমন-

অপরাধ দমন ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা: আব্বাসীয় আমলে শুরতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, দুষ্টু ও দুর্নীতিবাজদের তাড়া করে বেড়ানো, অপরাধীদের বিরুদ্ধে রায় কার্যকর করা, হুদুদ পরিচালনা করা, কারাগার পরিচালনা করা, মন্দ কাজ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, কাফেলার নিরাপত্তা বজায় রাখা, ডাকাত ও পলায়নরত অপরাধীদের পাকড়াও করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন করা।[৪৮] এই আমলে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, প্রতারণা, ঘুষসহ সর্বপ্রকার অপরাধের বিস্তৃতি ঘটেছিল। এসব হীন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সমাজের কঠিন আচরণবিধি ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং দেশকে নৈরাজ্য উপহার দিয়েছিল। বুয়াইয়া আমলে এই পরিস্থিতির চরম অবনতি লক্ষ করা যায়। একদিকে খলিফাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা অন্যদিকে বিভিন্ন সহিংসগোষ্ঠীর সহিংসতা পরিস্থিতিকে চরম ভাবে পাল্টে দিয়েছিল। খলিফা আল মুকতাদিরের সহকারী ছিলেন মুনিস আল মুজাফফর যিনি রাজকীয় বাহিনীতে ও প্রশাসনে দৃঢ় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আমীর আল ওমারা বা প্রধান সেনাপতি হিসেবে আচরণ শুরু করেন। ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আল রাযী খাজার বংশোদ্ভূত মুহাম্মদ বিন রাইখের উপর আমীরের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এভাবে আমীর আল ওমারার নিয়োগ আব্বাসীয় খিলাফতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ রচনা করে।[৪৯] এর ফলে খলিফা নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে রাজ্যে নানা বিদ্রোহ শুরু হয়। এরই মাঝে শহরে নগরে নতুন করে ডাকাতি শুরু হয়। এই যুগে ডাকাতদের ৬০টি গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়েছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর ডাকাতি করার আলাদা আলাদা কৌশল ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- (ক) আইয়ারুন, (খ) ইবনে হামদী, (গ) আসহাব আল সাকালীন, (ঘ) আসহাব আল ফসু, (ঙ) তাররারান ও (চ) আসহাব আল তাবারজিন প্রমুখ।[৫০]

বিচারিক ক্ষমতা লাভ ও প্রয়োগ: আব্বাসীয় খলিফাগণ শুরতা বাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। তাদের নেতৃত্ব ও পরিচালনায় শহরে কারাগার ও শুরতা আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অপরাধীদের তাদের যাবতীয় অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে তারা উক্ত শাস্তি ও বিচার প্রতিষ্ঠানটির যথাসম্ভব বিকাশ সাধন করেছিলেন।[৫১] আর উক্ত প্রতিষ্ঠানের দেখভাল করার দায়িত্ব ছিল শুরতা দপ্তরের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১০৩৬ খ্রিস্টাব্দে একদল আরিয়ান ডাকাত একটি কারাগার আক্রমণ করে এবং অসংখ্য শুরতাকে হত্যা করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, কারাগার প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল শুরতা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।[৫২] এই যুগে কেন্দ্রীয় কারাগারের নাম ছিল 'মুতবিক' যা রাজধানীতে অবস্থিত ছিল। সাম্রাজ্যের আরও অনেক স্থানে কারাগার স্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া এই সময় কারা প্রশাসনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হারুন অর রশিদের সময় প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ আধুনিক কারাবিধি প্রণয়ন করেন এবং কারাগারে বন্দিদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য খলিফার কাছে সুপারিশ করেন। তার সুপারিশের আলোকে খলিফা কারাগারের আধুনিকায়নের নির্দেশ দেন। শুরতা আদালতে সাহিব আল শুরতা ফৌজদারী বিধান প্রয়োগ করতেন। আদালতের সাজা শুরতা ও সৈন্যরা দিয়েছিল। এই আদালত নিপীড়ন আদালতের সহায়ক ছিল। আদালত ধর্মীয় বিষয় এবং নিপীড়নের নানা বিষয় ও আইনসমূহের দেখভাল করতো। এর কর্মকাণ্ডকে ৩টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলো হলো- (ক) বিচারিক ট্রাইবুনাল (খ) ট্রাইবুনাল পুলিশ ও (গ) শুরতা আদালত (পুলিশ স্টেশন)।[৫৩] সাহিব আল শুরতা বিচারপতি বা কাজী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি অভিযোগের তদন্ত, অভিযুক্তকে শাস্তির রায় প্রদান, বিনা বিচারে আটক, অস্ত্রের মুখে স্বীকারোক্তি আদায় প্রভৃতি করতে পারতেন। কিন্তু কাজী শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি প্রদান করতে পারতেন। তিনি খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুদণ্ডাদেশও কার্যকর করতে পারতেন।[৫৪] কাজী যে বিষয়কে তার আওতাধীন নয় বলে ত্যাগ করতেন সেটাকে তিনি তদন্তের সাহায্যে প্রমাণ করে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করতেন। অনেক সময় তার দায়িত্বে শাস্তি প্রদান ও খুন-খারাবির তদন্তের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হতো এবং এতে কাজীর কোনো কিছুই করার থাকতো না। শুধু তাই নয়, ব্যভিচারের মামলা এবং অ্যালকোহলের ব্যবহারকেও কাজীর এখতিয়ার থেকে সরিয়ে সাহিব আল শুরতার অধীনে দেওয়া হয়েছিল।[৫৫] এই যুগে সন্দিগ্ধ অপরাধীর ক্ষেত্রে শরীয়াহ আইন প্রয়োগ না করা হলেও বৈধ শাস্তির ক্ষেত্রে শরীয়াহ আইন প্রয়োগ করা হতো। এই আমলে পুলিশ প্রধানের কেউ কেউ অপরাধীদের দন্ডও প্রদান করতে পারতেন, যেমন- সাহিব আল শুরতা ইবরাহিম ইবনে হুসাইন প্রকাশ্যে অপরাধীদের দণ্ড প্রদান করতেন। ভৃত্যদের ও পশুদের উপর যাতে নির্দয় ব্যবহার না করা হয় সে ব্যাপারে মুহতাসিব কড়া নজরদারি রাখতেন। যেখানে সত্য প্রমাণিত ও উদঘাটিত হতো সেখানে তারা বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারতেন। যদি কোনো মামলায় স্বাক্ষ্য নেয়ার প্রয়োজন হতো তখন মামলার

বাদী-বিবাদীকে বিচারের জন্য কাজীর দরবারে পাঠানো হতো। তিনি পাপীদের শাস্তি দিতে পারতেন না তবে, বিচার আদালত ও শুরতা প্রতিষ্ঠান তা পারতো। বুয়াইয়া আমলে সাহিব আল শুরতা আবুল হাসান ডাকাতদের ধরে কারাগারে পাঠাতেন এবং প্রকৃত দোষীদের ঝুলিয়ে রাখতেন। পরের দিন তাদের মাথা কেটে ফেলা হতো। এই সময়কালে অপরাধীদের ফাঁসিতে ঝুলানো সহজ কাজ ছিল না। তাই এই পথ বেঁছে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে শহরে ডাকাতির সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে গিয়েছিল। ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষা পেয়েছিল।

তাওবার সুপারিশঃ আব্বাসীয় আমলে কারাগারে অবস্থানরত বন্দিদের সাথে খলিফা ও আমীরগণ ভাল আচরণ করেছেন এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। বুয়াইয়া আমলে কারাগারে অন্তরীণ ডাকাতদের যাবতীয় খরচ এবং কাপড় চোপড় বায়তুল মাল থেকে দেওয়া হতো। যখন বাজেটে বন্দিদের জন্য কোনো অংশ বরাদ্দ থাকতো না তখন জনগণের কাছ থেকে সাদাকা তুলে তাদের দেওয়া হতো।[৫৬] ইমাম আবু ইউসুফ অপরাধীদের দীর্ঘদিন ধরে বন্দি রেখে তাদের তাওবার সুযোগ দিতেন, যতক্ষণ না শাস্তি বা হুদুদ কার্যকর করা হতো। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সরকার শুরতা সদস্যদের সহযোগিতায় ডাকাতদের অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে জোর প্রচেষ্টা চালান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দে তালিবিস (নকিব আল তালিবিয়াস) প্রধান আল মুরতাদা শহরের আইয়ারদের তাওবার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যারা তার ডাকে আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের ভবিষ্যতের জীবিকার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন এবং প্রশাসনের সেবা করার ক্ষেত্রে একমাত্র ইচ্ছুক ও সাহসী ব্যক্তিরাই সাহিব আল মাওনার অধীনে নিযুক্ত হবে। কুখ্যাত ডাকাতদের তাওবার সুযোগ দিতে সাহিব আল শুরতা সরকারের কাছে সুপারিশ করতেন। ফলশ্রুতিতে অনেক ডাকাত ও সহিংসগোষ্ঠী তাদের ধ্বংসাত্মক অতীত থেকে দূরে গিয়ে একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। প্রসঙ্গত, আব্বাসীয় যুগের একজন বিখ্যাত আরবি কবি আল মুতানাব্বীকে ৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কালব ও কিলাবে আরব যাযাবরদের বিদ্রোহের সাথে তার যোগসূত্র থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি অনুতপ্ত হলে তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই আমলে অপরাধীরা তাওবা করলে তাদেরকে আবার নতুন জীবনের জন্য সুযোগ দেওয়া হতো। এই আমলে তাওবাকারীদেরকে 'তাওয়াবুন' নামে আখ্যায়িত করা হতো। খলিফা আল মুকতাদিরের আমলে বয়স্ক তাওয়াবুনদের মাসিক ১০ দিনার বেতনের সাথে সরকারি পদও দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রধান কাজ ছিল গুপ্তচর হিসেবে সরকারকে যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ ও সহযোগিতা করা।[৫৭]

উপসংহারঃ প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.), খোলাফায়ে রাশেদুন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমল পর্যন্ত প্রতিটি যুগে রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে শাসনকর্তাগণ তাদের প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন

করেছিলেন। উক্ত নিরাপত্তার বিষয়টিকে জোরদার করার জন্য শাসকগণ শুরতা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি হযরত উসমান (রা.) এর সময় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে শুরু করে। তারপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে এটি দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। পর্যালোচনা মতে, আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুরের সময় থেকে এই প্রতিষ্ঠান নব উদ্যমে যাত্রা শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সেনাবাহিনী থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কারণ সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। শুরতা প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ খলিফা ও আমীর কর্তৃক রাজ্যের প্রক্টরিয়াল বডি হিসেবে নিযুক্ত হয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশে অপরাধ দমন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তিকে মজবুত করেছিলেন। নৈতিক দুর্নীতি রোধে ও বাজার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে মুহতাসিব পুলিশের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আমলে শুরতা প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা বিচারিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তারা কারাগার ও আদালত পরিচালনা করে কাজীর ন্যায় বিচার কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুদণ্ডের বিধানও চালু করেছিলেন। বুয়াইয়া আমলে ডাকাত দল আইয়ারুন এবং ইবনে হামদী ও তাদের গংদের শায়েস্তা করার জন্য শুরতা সদস্যগণ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। আবার সরকারের কাছে সুপারিশ করে অপরাধীদের অনুশোচনা করে সঠিক পথে আসারও সুযোগ তারা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আব্বাসীয় আমলের প্রথমে তারা মোটামুটি স্বাধীন ও দুর্নীতিমুক্ত থাকলেও বুয়াইয়া আমলে কতিপয় সাহিব আল শুরতা ও মা'উনা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হারিয়ে দুর্নীতির করালগ্রাসে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এই সময় অনেক প্রশাসক ও শুরতা সদস্য শহরের সহিংসগোষ্ঠী ও ডাকাতদের সাথে সমঝোতার সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ শুরতা সদস্য দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন এটা বলা যায় না। কতিপয় শুরতার অদক্ষতা প্রমাণিত হলে তাদের স্থলে গভর্নর ও হাযিবগণও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই আমলের শুরতা দপ্তর কতিপয় নিয়ম ও পদ্ধতি, যেমন- অপরাধী শনাক্তকরণ, কারাগারে প্রেরণ, বর্তমানকালের রিমান্ডের ন্যায় জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বীকারোক্তি আদায় ও আত্মপক্ষ সমর্পনের সুযোগ প্রদান, বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ও ওজন তদারকি করা, ভ্রাম্যমান আদালত স্থাপন করা, নারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করা, ইভটিজিং বন্ধ করা, সহিংসতা ও বিদ্রোহ বন্ধে শুরতার বিশেষ টিম প্রেরণ, শহরে নগরে শুরতা স্টেশন স্থাপন নিয়োগ ইত্যাদি বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এটি প্রমাণ করে যে, এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল সুশাসনের অভিপ্রায়ে নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং বৃহত্তর অর্থে বলা যায় যে, বর্তমানকালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুলিশিং ব্যবস্থার ধারা আব্বাসীয় আমলের পুলিশিং ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই অনুপ্রাণিত।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ Haitham Shirkosh, Asghar Mahmoudababy & Asghar Forughi, 'Reviewing the Final Function of the Disciplinary Institution of Shurta

(Police) during Shiite Buyids Government Dominance on Baghdad.' *Asian Culture and History*, Vol-5, No. 2, 2013, 66.

২ *Ibid*, 71

৩ *Ibid*, 66.

৪ "মুসলিম সভ্যতায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, মার্চ ১২, ২০২০, *https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/03/12/884829.*

৫ Abdul Khalaque, *Peace Police Crime & Violence*, (Dhaka: Polwel Printing Press, 1999), 13.

৬ ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমা*, (১ম খণ্ড), অনুবাদঃ গোলাম সামদানী কোরায়শী, (ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৮২, তৃতীয় মুদ্রণ-২০১৫), ৪৩৮ ।

৭ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, (রাজশাহীঃ বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯৭৯, ৪র্থ সংস্করণ-২০০৯), ১৯১। (১৯০-১৯৫, ২০৬-২০৭, ২২৩-২৩১)

৮ ফিলিপ খুরি হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, (কোলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০৩), ৩০৮।

৯ Kamal al-Din Tabatabei and Farshad Bahrami, ÔHistory of the Police Force Formation in Iran.' *Advances in Environmental Biology*, Vol-8, No. 17, 2014, 431 (429-436).

১০ Carl Brockelmann, *History of the Islamic Peoples*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1949), 5.

১১ ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহিখুল মাখতুম*, অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী, (ঢাকাঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ১৯৯৯, ৯ম সংস্করণ-২০০৩), ২০২।

১২ "ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আইনশৃঙ্খলা তথা পুলিশ বাহিনী", *মুসলিম সালতানাত নেট*, ঢাকা, শনিবার, মার্চ ২৮, ২০২০, *https://muslimsaltanat.net/%EO%A6%87%A6%.*

১৩ "মুসলিম সভ্যতায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী", *প্রাগুক্ত*, মার্চ ১২, ২০২০।

১৪ S. M, Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, (Dacca: Najmah & Sons ltd, 1967), 238.

১৫ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪), ১২৮-১২৯।

১৬ "মুসলিম সভ্যতায় কারাগার", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২০, *https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/02/13/873897*.

১৭ মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ, *হযরত উসমান*, (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৮),পৃ. ৯৯-১০০।

১৮ সৈয়দ আমীর আলী, মফীজুল্লাহ কবীর সম্পাদিত ও শেখ রেয়াজুদ্দিন আহমদ অনূদিত, *আরব জাতির ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), ৫৩।

১৯ Morony Michael G., *Iraq after the Muslim Conquest,* (Piscataway, New Jersey: Gorgias Press LLC, 2005), 94.

২০ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, ১২৮।

২১ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতির ইতিহাস*, (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০০৬), ৬২৩।

২২ Haitham Shirkosh, *op.cit,* 66.

২৩ "মুসলিম সভ্যতায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী", *প্রাগুক্ত*, মার্চ ১২, ২০২০।

২৪ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, ১৯২।

২৫ S. M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration,* (Karachi: Nazma sons, 1976), 28.

২৬ Haitham Shirkosh, *op.cit,* 70.

২৭ ফিলিপ খুরি হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, ৩১১-৩১২।

২৮ ইয়াহইয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান*, অনুবাদ: মুহাম্মদ ইনাম ইল হক, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), ৯৫।

২৯ Salah Uddin, Khuda Bakhsh & Morgoliouth, *The Renaissance of Islam,* (Patna: Jubilee Printing & Publishing House, 1937), 416.

৩০ মাওলানা আকবর শাহ খান নাজিরাবাদী, অনু: মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), ৫৪৪।

৩১ S. M. Imamuddin, *op.cit,* 39.

৩২ মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *প্রাগুক্ত*, ২৫৯।

৩৩ ইয়াহইয়া আরমাজানী, *প্রাগুক্ত*, ৯১।

৩৪ Kamal al-Din Tabatabei and Farshad Bahrami, *op.cit,* 432.

৩৫ Haitham Shirkosh, *op.cit,* 70.

৩৬ Kamal al-Din Tabatabei and Farshad Bahrami, *op.cit,* 432.

৩৭ মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৭), ২৮৩।

৩৮ Benson Bobrick, *The Caliphs Splendor,* (New York: Simon & Schuster, 2012), 69.

৩৯ মাওলানা আকবর শাহ খান নাজিরাবাদী, *প্রাগুক্ত*, ৫৪৯।

৪০ এস.এম. মফিজুর রহমান, 'আব্বাসীয় আমলের সামাজিক স্তরবিন্যাস: একটি পর্যালোচনা', *প্রবন্ধ সংকলন*, (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, ৭৭।

৪১ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ৬২৩।

৪২ Police in Islam: its importance, Criteria of Choosing Police Chief, *Islamstory.com,* Dhaka, *https://islamstory.com/en/artical/3408706/police-in-islam,-its-importance,-criteria-of-choosing-police-chief.*

৪৩ মাওলানা আকবর শাহ খান নাজিরাবাদী, *প্রাগুক্ত*, ৫৪৬-৫৪৭।

৪৪ এস এ কিউ হোসাইনী, (অনূদিত) *আরব সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র ও সরকার*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৮), ১২১।

৪৫ Police in Islam its importance, *op.cit.*

৪৬ Haitham Shirkosh, *op.cit*, 70.

৪৭ *op.cit.*

৪৮ *op.cit*, 67.

৪৯ Shimizu Kazuhiro, Violence in Baghdad during the Later Abbasid Period (< Special Issue 1> Popular Movements and Political Culture in the Pre-modern Arab Cities), *Annals of Japan Association for Middle Studies,*Vol- 20, No. 2, 2005, 7-8 (7-26).

৫০ Haitham Shirkosh, *op.cit*, 67-68.

৫১ Shimizu Kazuhiro, *op.cit*, 12.

৫২ Haitham Shirkosh, *op.cit*, 69.

৫৩ Kamal al-Din Tabatabei and Farshad Bahrami, *op.cit*, 431.

৫৪ S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, (Lahore: Ashraf Press, reprint, 1948), 194.

৫৫ শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *আরব জাতির ইতিহাস*, (ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০৪), ৩২৪

৫৬ Haitham Shirkosh, *op.cit*, 69.

৫৭ Shimizu Kazuhiro, *op.cit*, 12.